দৈনিক ইনকিলাব

ইনকিলাব ঃ ভিসির পদত্যাগের দাবীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশনরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা (বামে)। অনশনকালে অসুস্থ হয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজন (ডানে)।

শহীদ মিনারে আমরণ অনশনে কয়েকজন অসুস্থ বিক্ষোভে ছাত্রদল কর্মীদের বাধা

ঢাবি ক্যাম্পাস থমথমে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ অশান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গতকাল (মঙ্গলবার) শান্ত থাকলেও ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে চাপা উত্তেজনা। সর্বত্র থমথমে ভাব আর আতংক। আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে-মুখেও ভীতির ছাপ। পুলিশের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী অটুট রয়েছে। ক্যাম্পাসে যেন অঘোষিত কার্ফ্যু। পুলিশ ও সংবাদপত্রকর্মী ব্যতীত ক্যাম্পাস এলাকা ছিল জনমানবশূন্য। তবে দুপুর নাগাদ ছাত্রদল কর্মীরা শহীদ মিনারসহ ক্যাম্পাস এলাকায় মহড়া প্রদর্শন করে। শাহবাগ মোড়ে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের কয়েক দফা হুমকি দেয় ছাত্রদল কর্মীরা। তবে গতকাল ক্যাম্পাসে কোন অপ্রীতিকর বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এদিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নির্যাতনবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের আমরণ অনশন অব্যাহত রয়েছে। অনশনের দ্বিতীয় দিনে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ঢাবি ক্যাম্পাস থমথমে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ইউসুফ হায়দার অনশনস্থলে গেলে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের তোপের মুখে পড়েন। আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অংশ আজ থেকে প্রতিদিন শাহবাগের সামনে সকাল ৯টা থেকে অবস্থান ধর্মঘট পালন করবে বলে জানিয়েছে। তারা সারাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি কালো ব্যাজ ধারণ করার আহবান জানিয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি গতকাল ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল ও সমাবেশ করেছে।।

গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশী হামলার পর গত কয়েকদিন ক্যাম্পাস ছিল প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে বিক্ষুব্ধ। ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ধারাবাহিকভাবে পুলিশী হামলার ঘটনা ঘটে। গত সোমবার ছাত্র-শিক্ষক ও সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের নির্বিচারে হামলায় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। তবে গতকালের চিত্র ছিল ভিন্ন। ক্যাম্পাসে ছিল না কোন বিক্ষোভের আগুন, ছিল না কোন পুলিশী এ্যাকশন। তারপরও গোটা ক্যাম্পাস জুড়ে বিরাজমান ছিল চাপা উত্তেজনা। পরিস্থিতি ছিল থমথমে। ক্যাম্পাস যেন বিস্ফোরণোন্মুখ। যে কোন মুহূর্তে বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীরা। গতকালও ক্যাম্পাসে ছিল পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কয়েকশ' পুলিশ গোটা এলাকা অবরুদ্ধ করে রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সংবাদপত্রকর্মী আর ছাত্রদল নেতা-কর্মী ছাড়া কাউকেই ঢুকতেই দেয়া হয়নি। ক্যাম্পাসে পুলিশ আর সাংবাদিক ছাড়া অন্য কারো উপস্থিতি চোখে পড়েনি।

গতকাল সকাল ৯টার দিকে ১৫/২০ জন ছাত্র ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করার উদ্দেশ্যে শাহবাগে পুলিশী ব্যারিকেডের সামনে আসলে সেখানে অবস্থানকারী কয়েকজন ছাত্রদল কর্মীর হুমকির মুখে ছাত্রছাত্রীরা ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। [...]রে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অর্ধশতাধিক ছাত্র-[...]ত্রী ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী পুলিশী ব্যারিকেডের সামনে আসে। এ সময় টিএসসি থেকে [...]ত্রলীগের ১০/১২ জন কর্মী এসে তাদেরকে ঐ [...]স্থান থেকে উঠে যেতে বলে। অন্যথায় ঝামেলা হবে বলে ছাত্রদল কর্মীরা হুমকি দেয়। ছাত্রদল কর্মীরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নও। তোমরা আইডি কার্ড দেখাও।' এক পর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ও ছাত্রলীগ কর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ সময় জনৈক ছাত্রী পুলিশের এক কর্মকর্তাকে বলে, "আপনারা [...]ি এসব দেখছেন না।' তখন ঐ পুলিশ কর্মকর্তা [...]ছাত্রদল কর্মীদের সরে যেতে বললে তারা চলে [...]যায়। এরপর ছাত্রছাত্রীরা সেখানে বেলা ১টা পর্যন্ত [...]অবস্থান ধর্মঘট করে। তবে ছাত্রলীগ কর্মীরা এর [...]আগেই চলে যায়। অবস্থান ধর্মঘটকালে তারা [...]ভিসির পদত্যাগের দাবীতে শ্লোগান ও তার [...]ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রদর্শন করে। তারা আজ থেকে [...]সারাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে [...]শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের উপর পুলিশী হামলার [...]প্রতিবাদে কালো ব্যা[...] ধারণ করার আহ্বান [...]জানিয়েছে। সাধারণ ছাত্ররা আজ সকাল ৯টা [...] অবস্থান ধর্মঘট করবে বলে জানিয়েছে। [...] ১টার দিকে শাহবাগ থেকে কয়েকজন যুবক [...] তাদেরকে হুমকি দিলে তারা ঐ স্থান ত্যাগ [...] চলে যায়। এছাড়া বেলা ৩টার দিকে [...]দলের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে মহড়া [...]। তারা টিএসসি থেকে শহীদ মিনারে এসে [...]ছলে অনশনরত ছাত্রছাত্রীরা শহীদ মিনারের [...]দীতে হাতে হাতে ধরে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় [...]ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। তবে ছাত্রদল [...]র্মীরা সেখানে না দাঁড়িয়ে দোয়েল চত্বর দিয়ে [...]টিএসসির দিকে চলে আসে। এ সময় অনশনরত [...]ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

[...]দিকে ভিসির পদত্যাগসহ ৬ দফা দাবীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ৭০ জন ছাত্রছাত্রীর আমরণ অনশন অব্যাহত রয়েছে। অনশনের দ্বিতীয় দিনে [...]বেশ কয়েক ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। নাদিরা [...]নামে এক ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে [...]ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের [...] ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তার এবি পজিটি[...] লাগবে বলে জানা গেছে। এছাড়া [...] পারভেজ নামে অপর এক ছাত্রের শরীরে [...]পুশ করা হয়েছে। আরও যারা অসুস্থ হয়ে[...]

সভাপতি কাজী রফিক ও সাধারণ সম্পাদক মোল্লা জালাল, সমাজবাদী ছাত্র জোট, 'ল' রিভিউ, রোটারেক্ট ক্লাব অব সিলেট, বার কাউন্সিলের সদস্য এডভোকেট তবারক হোসেইন, কেন্দ্রীয় খেলাঘর, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের গোলাম কুদ্দুস, সম্মিলিত নারী সমাজের হাজেরা সুলতানা ও শামসুন্নাহার জ্যোৎস্না, প্রজন্মের চেতনার গোলাম নবী হোসেন, বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ যাত্রা শিল্প উন্নয়ন পরিষদ, এডভোকেট আবেদ রাজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হারুন-অর রশীদ, মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, সমীর কুমার শীল, কে এম সাদ উদ্দিন, অধ্যাপক আবু জাফর এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শফি আহমেদ। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন অনশনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে।

ঢাঃবিঃ সাংবাদিক সমিতির মৌন মিছিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে গতকাল ক্যাম্পাসে মুখে কালো কাপড় বেঁধে এক মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে বিভিন্ন পত্রিকা, সংবাদ সংস্থা ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকরাও অংশগ্রহণ করেন।

'সাংবাদিক নির্যাতন ও বর্বরতায় আমাদের এই প্রতিবাদ' শীর্ষক কালো ব্যানার নিয়ে মিছিলটি টিএসসি থেকে শুরু হয়ে রোকেয়া হলের সামনে প্রদক্ষিণ করে ভিসির বাসভবনের সামনে যায় এবং পুনরায় টিএসসির রাজু ভাস্কর্যে এসে এক মৌন সমাবেশে মিলিত হয়।

ছাত্র-শিক্ষক ও সাংবাদিকের উপর হামলার নিন্দা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও সাংবাদিকদের উপর পুলিশী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে ঘটনার জন্য দায়ী পুলিশদের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি গতকাল এক বিবৃতিতে সমিতির সভাপতি ও দৈনিক প্রথম আলোর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার বোরহানুল হক সম্রাট, সমিতির সাধারণ সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম হৃদয় (দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট) এবং সমিতির সহ-সভাপতি সাহাবুল হক সাবু (দৈনিক ইত্তেফাক)-সহ আটজন সাংবাদিকের উপর পুলিশী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, সমিতি মনে করে, সাংবাদিকদের উপর হামলার এ ঘটনা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। এ হামলার সাথে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

জাঃ বিঃ শিক্ষকদের একাত্মতা ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে ছাত্রীদের উপর পুলিশের নারকীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে আন্দোলনমুখর ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক ও সাংবাদিকদের চলমান আন্দোলনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ একাত্মতা ঘোষণা করছে। গতকাল এক বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ বলেন, এ ধরনের ন্যক্কারজনক ও বর্বরোচিত ঘটনার দায়দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনভাবেই এড়াতে পারে না। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যর্থতার দায়ভার সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই বহন করতে হবে। উপরন্তু ঘটনার সহিত জড়িত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি না দিয়ে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরীহ ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক ও সাংবাদিকদের উপর পুলিশী আক্রমণ পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন এ সকল ঘটনায় আমরা তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই। বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক, সাংবাদিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জোর দাবী জানানো হয়। বিবৃতিদাতা শিক্ষকবৃন্দ হচ্ছেন অধ্যাপক মোঃ তাজুল [...] চন্দ্র দাস, [...] মাহমুদা